হিন্দু সংহতি

সংহতি সংবাদ

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৪ নভেম্বর, ২০০৮ কলকাতা ✷ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

"ইসলামে গরু কাটার কোন বাধ্যতা নেই। কোরাণের জন্মভূমিতে গরুই নেই। অথচ এটা গোপালের দেশ। গরুর প্রতি মানুষের প্রচণ্ড শ্রদ্ধা। গরু কাটলে শতকরা ৮৫ জন মানুষের প্রাণে লাগে। সুপ্রীম কোর্ট গোহত্যা বন্ধের রায় দিয়েছে। তবু গোহত্যা বন্ধ হল না, কারণ হিন্দুসমাজ অসংগঠিত।"

—শিবপ্রসাদ রায়।

আমাদের কথা

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে বিশাল রমনা উদ্যান আছে। বহু প্রাচীন রমন্যা কালীমন্দিরের নামেই এই উদ্যানের নাম। ১৯৭১ সালে এই উদ্যানেই পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল। ভারতের লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং আরোরার কাছে। প্রতিদিন সকালে কয়েকশ' মানুষ এই উদ্যানে প্রাতঃভ্রমণে আসেন। তাঁরা অনেকগুলি সংস্থাও বানিয়ে ফেলেছেন। বিশাল এই উদ্যানের মধ্যেই একটি স্থানের নাম বটমূল। এই বটমূলে প্রতি বছর পয়লা বৈশাখ সকালে নববর্ষবরণের এক বিরাট অনুষ্ঠান হয়। ভোর পাঁচটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সমস্ত সংগীত শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। মূলতঃ রবীন্দ্রসংগীত এই অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ থাকে। লোকসমাগম হয় কয়েক লক্ষ। ধুতি, পাজামা, পাঞ্জাবি ইত্যাদি পোষাকেই থাকেন বেশীরভাগ পুরুষ। আর মেয়েদের মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগই লাল পাড় সাদা শাড়ি। অবশ্যই বিভিন্ন নক্সা ও ডিজাইন সমন্বিত। পড়ার ধরনও আটপৌড়ে, পাহাড়ী, আদিবাসী প্রভৃতি বহুবিধ। দাড়ি টুপি বোরখা অনুপস্থিত। আসলে দাড়ি টুপি প্রেমীরা এই অনুষ্ঠানকে এড়িয়ে যায়। এই পয়লা বৈশাখই বাংলাদেশের সরকার স্বীকৃত জাতীয় উৎসব। রমনা বটমূলে নির্মিত ঐ সাংস্কৃতিক মঞ্চকে কেন্দ্র করে চারিদিকে দু কিলোমিটার পর্যন্ত মেলা বসে যায়। গাড়িঘোড়া বন্ধ। সারাদিন উৎসবমুখর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর পর্যন্ত।

ঐ রমনা বটমূলের কাছে আছে একটি কবর। কার কবর জানা নেই। পয়লা বৈশাখের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান যাদের চোখে কাঁকর-বালির মত কড়কড় করে, সেই দাড়ি-টুপি প্রেমীরা এই অনুষ্ঠানকে বন্ধ করতে চায়। সুতরাং হঠাৎ দেখা গেল ঐ কবরের চারিদিকে কিছু ইট পড়ে গেছে। তার কিছুদিন পর দেখা গেল ঐ কবরের চারিদিকে অল্প উঁচু একটা বাউন্ডারি ওয়াল গাঁথা হয়ে গিয়েছে এবং একটা মাজারের বোর্ডও লাগানো হয়ে গিয়েছে। স্পষ্টতঃই বোঝা গেল এর উদ্দেশ্য কী? পয়লা বৈশাখ অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটানো।

এই অনুষ্ঠানকে যারা ভালবাসে তাদের মধ্যে একটা আলোড়ন উঠল, এই বদমায়েশীকে সহ্য করলে চলবে না। একে বাড়তে দিলে অনুষ্ঠানটাই শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে। এই কয়েকদিন আগে এক সকালে রমনা উদ্যান প্রাতঃভ্রমণকারী সংস্থাগুলির যৌথ উদ্যোগে কয়েকশ' মানুষ একত্রিত হয়ে ঘোষণা করে প্রকাশ্যে ঐ নির্মীয়মান মাজারটিকে ভেঙে দিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সেনাদের দ্বারা এবং পরবর্তীকালে শেখ মুজিবর রহমান দ্বারা ভেঙে দেওয়া ঐতিহাসিক রমনা কালীমন্দিরটি হিন্দুরা গত ২০০০ সালে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেছে, যদিও পূর্বতন মন্দিরের

শেষাংশ চতুর্থ পাতায়

অন্য মগরাহাট

মিনি পাকিস্তান ঃ নয়া হিন্দুস্থান

বিগত দুই দশকে মুসলমান বেড়েছে ৪০ শতাংশ। হিন্দু কমেছে ৪০ শতাংশ। দঃ২৪ পরগণার সর্বাধিক মুসলিম অধ্যুষিত ব্লক কুখ্যাত ডাকাত সেলিমের আস্তানা। কয়েক দশক ধরে হিন্দুদের উপর লাগাতার অত্যাচারে তাদের অনেকেই ভিটে মাটি ছেড়েছে। ১৪ই আগষ্ট বাঁকীপুরের প্রত্যন্ত এলাকায় পাকিস্তানী পতাকা তোলার চেষ্টা হয় প্রতিবছর। পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি ওঠে।

দীর্ঘদিন ধরে মুসলমান অত্যাচারে জর্জরিত হিন্দুরা গর্জে উঠল গত বিজয়া দশমীর দিন। প্রতিবছরের মত শারদীয়া দুর্গোৎসবের প্রতিমা বিসর্জন শোভাযাত্রা শুরু হয় রাত ৮-৩০ মি.। প্রায় ১৫টি উদ্যোক্তা সংগঠন নিজ নিজ শোভাযাত্রা শুরু করে একযোগে। শুরুতেই হরিশঙ্কর প্রভাবতী বটতলার কাছে কিছু মুসলমান যুবক, দর্শনার্থী হিন্দু মেয়েদের প্রতি অসভ্য আচরণ করে, অশালীন মন্তব্য করতে থাকে। হিন্দু যুবকেরা সাহসের সাথে দুষ্কৃতিদের মোকাবিলা করে। বেগতিক দেখে তারা সরে পড়ে।

মার খেয়ে পালানো মুসলমান ছেলেরা আবার একজোট হয়ে মগরাহাট থানার নিকটে 'পুরকাইত সাইকেল স্টোরের' সামনে আবার গণ্ডগোল সৃষ্টি করে। রাত তখন ১২-০০টা। সেখানেও শোভাযাত্রাকারী ও দর্শনার্থী হিন্দু যুবকদের প্রবল প্রতিরোধে হিন্দুবিরোধী দুষ্কৃতিরা আবার মার খায়। তখন কুখ্যাত-ডাকাত সেলিমের ক্যাশিয়ার বলে পরিচিত হাফেজ মোল্লা মুসলমান যুবকদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে থাকে। ঘটনাস্থলে মগরাহাট থানার সেকেণ্ড অফিসার অরূপ পাল পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার দায়ে, হাফেজকে থানায় ধরে নিয়ে যান।

পুলিশের যথোচিত দায়িত্বপালন ও সুরক্ষার মধ্যে শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে মগরাহাট রেলগেট ক্রশিংয়ের দিকে। দুর্গাপূজার শোভাযাত্রায় মুসলমান যুবকদের মস্তানি ব্যর্থ হচ্ছে দেখে, কয়েকজন মুসলমান যুবক নৃত্যরত হিন্দু যুবকদের শোভাযাত্রাকে নিয়ে কটূক্তি করে। পূর্বপরিকল্পিত সেই চক্রান্তেরও জবাব দেয় হিন্দুরা। আবার মার খায় বিরূপ মন্তব্যকারীরা।

রাত বেড়ে চলে শোভাযাত্রাগুলি ফেরার পথে। মুসলমানরা কুখ্যাত বাঁকীপুরের মোড়ে জড়ো হয়ে শেষ চেষ্টা করল। চড়াও হয় হিন্দু শোভাযাত্রার উপর। প্রস্তুত হিন্দুদের সাথে তারা পেরে উঠল না। মারমুখী হিন্দু প্রতিরোধে দুষ্কৃতিরা পালাতে বাধ্য হল। বিসর্জন সম্পন্ন হল।

তারপর হুমকি চলছে নানাভাবে। বলা হচ্ছে, তলে তলে হিন্দুরা এভাবে সংগঠিত হচ্ছে আগে বোঝা যায়নি। শারদীয়া উৎসবের আগে পুলিশি তৎপরতায় বেশ কিছু দুষ্কৃতিকে পুলিশ তুলে নেয়। আর উৎসবের দিনগুলিতে কোন রকম বোমাবাজি গুণ্ডাবাজি বরদাস্ত করবে না পুলিশ আগেভাগেই এলাকায় জানিয়ে দেয়। তবুও হিন্দুদের সর্ববৃহৎ উৎসবকে বানচাল করার চেষ্টা হয়েছে নানা জায়গায়। মগরাহাটের হিন্দুরা সেইসব চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছে। প্রমাণ করেছে হিন্দুরা একজোট হয়ে প্রস্তুত থাকলে যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে।

দুর্গাপূজার মণ্ডপের সামনে থেকে আপত্তিকর গেট না সরানোয় ও.সি. বদলী

নোদাখালী থানার বিড়লাপুর মোড় সন্নিকটে চণ্ডীপুর দাশপাড়া ও তৎসংলগ্ন গ্রামবাসীবৃন্দের সার্বজনীন দুর্গোৎসব মণ্ডপের সামনে ঈদের গেট তৈরী নিয়ে অশান্তি কয়েক বছরের নিয়মিত দুর্ঘটনা। গত দু'বছর প্রশাসনের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত ঈদ কমিটি গেট সরাতে বাধ্য হয়। এলাকার হিন্দুদের তৎপরতায় ও প্রশাসনের মধ্যস্থতায় এবারও দুর্গাপূজার আগে ঈদের গেট সরিয়ে নেওয়ার কথা হয়। কিন্তু বিড়লাপুর রংরাল আউটপোস্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ইন্দ্রজিৎ পাল ওই ঈদের গেট অপসারণের পরিবর্তে ওই ঈদগেটের সবুজ কাপড় খুলে তাতে বেগুনি ও নীল কাপড় চাপিয়ে 'শারদীয়া শুভেচ্ছা' ও 'ঈদ মোবারক' জানিয়ে পুলেশের গেট বলে চালিয়ে দেন। তাতে ওই গেটের জন্য পূজা কমিটির অসুবিধা থেকে যায়। এলাকার হিন্দুরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এরপর অবস্থা সামলাতে ইন্দ্রজিৎ পালকে রাতারাতি বদলী করা হয়।

উলুবেড়িয়াতে জগদ্ধাত্রী বিসর্জনের শোভাযাত্রা হল না

হাওড়া জেলার মহকুমা সদর উলুবেড়িয়ায় বিগত কালীপূজা বিসর্জনের সময় একটি গণ্ডগোল হয়। তখন স্থানীয় মুসলিমরা হুমকি দেয় যে তারা আর কোন বিসর্জনের শোভাযাত্রা ভক্তার মোড়ে মসজিদের সামনে দিয়ে যেতে দেবে না। শহরের ৩০টি হিন্দু ক্লাব একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে সামনেই জগদ্ধাত্রী পূজার বিসর্জনের শোভাযাত্রা প্রতিবছরের মত ওই ভক্তার মোড় দিয়েই নিয়ে যাওয়া হবে। শহরে উত্তেজনার পরিবেশ তৈরী হয়। তখন এলাকার বিধায়ক ও মন্ত্রী ফরোয়ার্ড ব্লকের রবীন ঘোষ হিন্দু ভোট হারানোর ভয়ে এলাকায় গিয়ে মিটিং করে বলেন যে শোভাযাত্রা আটকানো চলবে না। প্রতি বছরের মত এবারও যাবে।

কিন্তু গত ৮ই নভেম্বর উলুবেড়িয়া শহরের ডাকবাংলো পাড়ায় উক্ত সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটির কর্মকর্তাদের কাছে গিয়ে এস.ডি.ও. এবং পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সন্টু ঘোষ হুমকি দেন যে বিসর্জনের শোভাযাত্রা ভক্তার মোড়ের দিকে নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না এবং কোনভাবেই মুসলিমবহুল গরুহাটা মোড় পার হতে দেওয়া হবে না। পূজা কমিটি ভয় পেয়ে যায়। বিকালে শহরের সমস্ত ক্লাবের সদস্যরা ও সাধারণ মানুষ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের জন্য পূজামণ্ডপে সমবেত হয়। কিন্তু পূজাকমিটি শোভাযাত্রা বের করতে রাজী হয় না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, উক্ত কমিটির কর্মকর্তারা সি.পি.এম. এবং ফরোয়ার্ড ব্লকেরই প্রভাবশালী সদস্য। এই অবস্থায় জনসাধারণ উত্তেজিত হয়। তখন ওখানে মোতায়েন পুলিশ ও র‍্যাফ বাহিনী হিন্দু জনসাধারণকে ছত্রভঙ্গ করতে বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। অনেকে গুরুতর চোট পায়। ঐ সময়ে ভক্তার মোড়ের কাছে মুসলিমরা ডাম্পার দিয়ে রাস্তা আটকে দেয়। তারপর পুলিশের পাহারায় ঐ জগদ্ধাত্রী ঠাকুর গরুহাটা, ভক্তার মোড়ের দিকে না গিয়ে সোজা গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে দেওয়া হয়।

এ বছর উলুবেড়িয়াতে বাজারপাড়ায় নতুন করে একটা জগদ্ধাত্রী পূজা হয়। সেই পূজামণ্ডপে গিয়ে থানার আই.সি. রেজ্জাক মোল্লা পূজা কমিটির সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেন এবং কোন অনুষ্ঠান শোভাযাত্রা তো দূরের কথা, অত্যন্ত অভদ্রভাবে ওই মূর্তিকে খালের জলে ফেলে দিতে বাধ্য করেন।

এই উলুবেড়িয়াতেই গত ১৯ অক্টোবর নিমদীঘিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্যাম্প থেকে ফেরার পথে পূজা ঘোষ নাম দুর্গাবাহিনীর একটি যুবতী মেয়েকে কিছু মুসলিম দুস্কৃতকারী গায়ে হাত দেয়। পূজা ও তার দাদা বুবাই ঘোষ প্রতিবাদ করলে ঐ দুস্কৃতকারীরা মেয়েটিকে প্রচণ্ড মারধোর করে। তার প্রতিবাদে স্থানীয় হিন্দুরা একঘণ্টা ন্যাশনাল হাইওয়ে অবরোধ করে।

মুর্শিদাবাদে আলিগড় ক্যাম্পাস

স্বপন কুমার দাস

ভারতের বিভিন্ন স্থানে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় যে পাঁচটি আঞ্চলিক ক্যাম্পাস খুলতে যাচ্ছে। তার একটি ক্যাম্পাস হবে মুর্শিদাবাদে। তাকে সমর্থন করে ২৩-১০-২০০৮ তারিখের দৈনিক স্টেটসম্যানের সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, গত ৩২ বছর ধরে বামফ্রন্ট শাসিত সিপিএম-এর মার্কসীয় তত্ত্বের অপপ্রয়োগে বাঙালি মুসলমানরা নিদারুণ বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। গ্রামীণ বাঙালি মুসলিমদের বিরাট একটি সংখ্যা পড়ে আছেন দারিদ্র্যের অন্ধকারে। সম্পাদকের মতে কাজী নজরুল ইসলাম দেখিয়ে গেছেন যে, ইসলাম ধর্মের সঙ্গে বিকাশশীলতার কোনো সংঘাত নেই। তিনি চান মাদ্রাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা দেওয়া হোক।

আধুনিক যুগে আলিগড়ের খ্যাতি স্যার সৈয়দ আহমদ এবং তাঁর আন্দোলনের জন্য। এই আন্দোলনের নাম 'আলিগড় আন্দোলন'। ঐ সময় এঁর মূলকথা ছিল ভারতে মুসলমানদের পৃথক জাতীয়তায় বিশ্বাস করানো। আমাদের জানা মতে এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ১৮৭৭-এ 'মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ'—এর পত্তন হয়। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এই কলেজকে 'আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি' নামক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়।

আমরা যতদূর জানি মিশরের 'আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে শুরু করে এপার এবং ওপার বাংলার সবচেয়ে ছোট মাদ্রাসায়ও কোরাণ ও হাদিসের মূল তত্ত্ব পড়ানো এবং শেখানো বাধ্যতামূলক। আমরা নিশ্চয়ই জানি কোরাণ এবং হাদিস অপরিবর্তনীয়। একটি শব্দ তো দূরের কথা, একটি বিরতি চিহ্নেরও পরিবর্তন সম্ভব নয়। যে ভাষা বা যে আঙ্গিকেই হোক, মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসব কথা পড়াতেই হবে যে—

(ক) ইসলাম আল্লার একমাত্র মনোনীত ধর্ম। এই ধর্ম অন্য কোনো ধর্মকে ধর্ম বলে স্বীকার করে না।

(খ) পৌত্তলিকতা বা পুতুলপূজা ক্ষমাহীন অপরাধ।

(গ) মুসলমান ছাড়া অন্য কোনো মানুষ স্বর্গে যেতে পারবে না। এমনকি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক নবী মহম্মদের মা-বাবা, ধাইমা, চাচা-চাচী (যারা ইসলাম ধর্মগ্রহণ না করে মারা গেছেন) কেউই স্বর্গে যেতে পারবেন না।

(ঘ) খ্রীষ্টান, ইহুদী এবং পৌত্তলিকদের বন্ধু বলে গ্রহণ করা যাবে না।

(ঙ) ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে দুই ধরণের দেশ আছে—মুসলিম শাসিত দেশ (দারুল ইসলাম) এবং শত্রু (অমুসলমান) শাসিত দেশ। এগুলোর নাম দারুল হারব। প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে দারুল হারবকে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত করার কাজে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সহায়তা করা।

এরূপ আরও অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। স্বল্প পরিসরে তা সম্ভব হল না। আর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের দারিদ্র্যের কথা? আমাদের জানা মতে তেলসমৃদ্ধ দেশ ছাড়া অন্যান্য মুসলিম দেশের সাধারণ নাগরিকদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি একই। আর কবি নজরুল ইসলামকে জীবিতাবস্থায় এই উপমহাদেশের কোনো ইমাম এবং মৌলানারা মুসলমান বলেই স্বীকার করেন নি। আজও কোরাণ ও হাদিসে বিশ্বাসী কোনো মুসলমান কবি নজরুলকে মুসলমান বলে স্বীকার করেননা। মুসলিম দুনিয়ার বাইরের সভ্যতার সঙ্গে পার্থক্য আজও আকাশ ও জমিনের পার্থক্যের মতই। একথা অনেকে আমাদের চেয়েই ভালো জানেন।

মাদ্রাসা কী করে একদিকে ধর্মীয় শিক্ষা এবং অপরদিকে আধুনিক শিক্ষার পীঠস্থান হয়ে উঠবে, তা আমরা ভাবতে পারছি না। যে কোনো বিচারে এই দুটো শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থান উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুতে। দুনিয়ার কোনো শক্তিই আজ পর্যন্ত এই ব্যবধান ঘুচাতে পারেনি। এই ব্যবধান ঘুচাতে গিয়ে তুরস্কের কামাল পাশা মসজিদ ও মাদ্রাসায় তালা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আজ সেই তালা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছে।

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার সহায়ক, এ আকাশকুসুম কল্পনা। তাই মুর্শিদাবাদে আলিগড় ক্যাম্পাস মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের উন্নয়নে কতটা সহায়ক হবে তা ভবিষ্যতই বলবে।

ইন্টারনেটে 'হিন্দু সংহতি' ব্লগের দর্শক বৃদ্ধি

মাত্র কয়েকমাসের মধ্যে 'হিন্দু সংহতি'র ব্লগ **www.hindusamhati.blogspot.com**-এর দর্শক সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দর্শক সংখ্যা তিনহাজার ছাড়িয়েছে। সংগঠনের প্রচার প্রসারে ব্লগের সাহায্য করতে উৎসাহী পাঠকরা মন্তব্য করতে পারেন ব্লগের মাধ্যমে। ই-মেল করতে পারেন hindusamhati@gmail.com-এ। পরিচিত ই-মেল যুক্ত শুভানুধ্যায়ীদের ই-মেলের ঠিকানাও পাঠাতে পারেন।

ওরা আমরা

না, বুদ্ধ বাবুর ওরা -- আমরা নয়। বলছিলাম। দেশের সুরক্ষায় ওরা মানে ইংলন্ড-আমেরিকা আর আমরা মানে ভারত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের থাবা থেকে দেশ বাঁচাতে ইংলন্ডও আমেরিকা মিত্র পক্ষ। রুজভেল্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট হয়েও তাঁর ছেলেকে পাঠিয়েছেন সেই যুদ্ধে। প্রেসিডেন্টের ব্রিগেডিয়ার পুত্র। নর্মাডি ল্যান্ডিং-এর ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জয়লাভ করলেও পরে রণাঙ্গনেই মারা গিয়েছিল। আর ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন তাঁর পুত্রকে। যুদ্ধের পর সেই পুত্রকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। সদ্য ইরাক রণাঙ্গনেও চরম বিপদকে মাথায় নিয়ে যুদ্ধে গিয়েছেন ইংলন্ডের প্রিন্স চার্লসের পুত্র হ্যারি। আর ঠিক এর উল্টোটাই হয় আমাদের দেশে। একদিকে চিন, অন্যদিকে পাকিস্তান-বাংলাদেশ আর দেশের অভ্যন্তরে অবিশ্রান্ত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের থাবা থেকে দেশ বাঁচাতে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা -- কোন রাজনৈতিক নেতাই তাদের পুত্র-কন্যা-জামাতাকে সেনাবাহিনীতে পাঠায় না। তারা শুধু জানে কিভাবে নিজে ও ঘনিষ্ঠদের কোটিপতি করা যায়।

তালিবানি বাংলাদেশে বাউল মূর্তির স্থান নেই

সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে দুটি ঘটনা ঘটে গেছে। ঢাকা বিমানবন্দরের সামনে লালন ভাস্কর্য ভেঙে ফেলা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটিয়েছে কওমী মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকরা। এর মধ্যে বি এন পি-জামায়াতের নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটের অন্যতম শরিক ইসলামি ঐক্যজোটের প্রধান মুফতি ফজলুল হক আমিনী সারা দেশে সব ভাস্কর্য গুঁড়িয়ে দেওয়া এবং ঢাকা সেনানিবাসে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক 'শিখা অনির্বাণ' ও সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে স্বাধীনতা স্মারক 'শিখা চিরন্তন' নিভিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। তিনি এই দুই শিখাকে অগ্নিপূজার সামিল বলে বর্ণনা করেন।

এবার মৌলবাদীদের দ্বিতীয় লক্ষ্য হচ্ছে ঢাকা পল্টন এলাকায় মণি সিংহ সড়ক। ঐ নামফলকটি ভেঙে ফেলার জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ইসলামী মৌলবাদী নেতা, কর্মী ও মাদ্রাসা ছাত্রদের বক্তব্য হল, 'বায়তুল মোকার্‌রম' জাতীয় মসজিদের পবিত্র এলাকায় একজন মালাউনের (হিন্দু) নামে রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে। ঢাকা সিটি করপোরেশন এটি একটি অনৈসলামিক কাজ করেছে। তাদের বক্তব্য জরুরী অবস্থা জারী থাকার কারণে এতদিন আমরা চুপ করে ছিলাম। কিন্তু এখন এই স্থানে আর মণি সিং সড়ক নামটি বহাল রাখতে দেওয়া হবে না। কমরেড মণি সিং কাফের। এমন লোকের নামে মসজিদ সংলগ্ন পবিত্র এলাকায় সড়কের নাম রাখা পাপ।

কমরেড মণি সিং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সভাপতি ও ১৯৭১-এর বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নায়ক ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহের সুসং দুর্গাপুর রাজবাড়ীর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে শ্রেণীস্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাতারাতি প্রবাদে পরিণত হন। পাকিস্তান আমলে তিনি দু'দশক ধরে গা ঢাকা দিয়েও কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলন ও সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। পাকিস্তানে দীর্ঘদিন তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন। এই পল্টন এলাকাতেই সিপিবি'র কার্যালয়।

এই ঘটনা দুটি থেকেই বোঝা যায় যে সোনার বাংলা আজ শুধু হজ-হাজীর বাংলায় পরিণত হয়েছে। সেখানে আজ শ্লোগান ঃ আমরা হব তালিবান, বাংলা হবে আফগান। কমরেডদেরও কোন জায়গা নেই ঐ তালিবান বাংলায়। একথা বুঝেই জ্যোতি বসুদের মত চতুর কমরেডরা আগেই কলকাতায় পালিয়ে এসেছিলেন। আর কমরেড মণি সিং-এর মত আদর্শবাদী মানে বোকা কমরেডরা ওখানে থেকে গিয়েছিলেন। এপারের চতুর কমরেডরা ভিয়েতনামের কমরেডদের জন্য গলার শির কাঁপান, কিন্তু ওপার বাংলার কমরেডদের নাম ভুলেও মুখে আনেন না।

বাওয়ালী অঞ্চলে দুটি গো-মাংসের দোকান বন্ধ

নোদাখালী থানার বাওয়ালী মোড় থেকে রথতলা যাওয়ার রাস্তায় প্রকাশ্যে দুটি গো-মাংসের দোকান বন্ধ হয়ে গেল। এলাকার প্রতিবাদী হিন্দু জনসাধারণ দলমত নির্বিশেষে থানায় গণস্বাক্ষর জনা দেয়। বড় বড় মাংসের চাঙড় টাঙিয়ে হাজার হাজার পথচলতি হিন্দু ছাত্র-ছাত্রী ও জনগণের ধর্মীয় ভাবাবেগ এতে আহত হত। একটি প্রাচীন দুর্গাপূজা ওই দোকানগুলি শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই ওই এলাকায় হয়ে আসছে। থানায় দরখাস্ত জমা পড়ার পরই দোকান দুটির মালিক সেখ ইলিয়াস ও সাবিনা খাতুনকে নোদাখালী থানা থেকে ডেকে সাবধান করা হয় বলে খবর। বলা হয় নিয়ম মেনে কাপড় ঝুলিয়ে দোকান চালানো যেতে পারে। এরপর তারা দোকান দুটি বন্ধ করে দেয়। তথ্যভিজ্ঞ মহলের ধারণা পরবর্তীতে ওই দোকান খুললে এলাকায় হিন্দু প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে।

সংশোধনী

(১) গত সেপ্টেম্বর' ০৮ সংখ্যায় ৪ পৃষ্ঠায় রিপোর্টে বীরভূম জেলার মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি হবে ৮.২২। ভুলক্রমে ছাপা হয়েছিল ৪.২২।

(২) গত অক্টোবর' ০৮ সংখ্যায় ২ পৃষ্ঠায় চাঁদুয়া এলাকার খবরে, পুলিশ সুপারের অভিযোগের দিন হবে ১।০৯।০৮। ভুলক্রমে ছাপা হয়েছিল ১।১০।০৮। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিগুলির জন্য আমরা দুঃখিত।

পুস্তক পরিচয়

দি ইসলামিস্ট - এড হুসেন। পেঙ্গুইন প্রকাশন।

আল্লা আমাদের প্রভু। মহম্মদ আমাদের নেতা। কোরান আমাদের সংবিধান। জিহাদ আমাদের পথ---জামাত-ই-ইসলাম নেতা হাসান-আল-বান এর এই কথাগুলি টাঙ্গানো থাকতো কিশোর এড হুসেনের ঘরে। কালক্রমে লন্ডনে শিক্ষিত, যুক্তিবাদী এড জড়িয়ে গেলেন কট্টরপন্থী ইসলামিক সংগঠনের সাথে। জেহাদী সন্ত্রাস চালালেন দীর্ঘদিন। কিন্তু যুক্তিবাদীর মনে প্রশ্ন এল। যদি সব মুসলীম ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ, তবে কেন এত সংগঠন, কেন এত দ্বেষ? চোখের সামনে দেখল সামান্য এক খেলাকে কেন্দ্র করে চরমপন্থী সংগঠন হিউবে উত আহিরের সদস্য সইদ্ তকবীর, আল্লা হু আকবর ডাক ছেড়ে খুন করল এক কৃষ্ণাঙ্গ খ্রীষ্টান ছাত্রকে। তবে এই কি ইসলাম? এই দ্বেষ, এই হিংসা, এই জেহাদ-কোরান বর্ণিত ও মহম্মদ প্রচারিত ইসলাম সম্পর্কে এড এর মনে আবার এল প্রশ্ন। জেহাদী সন্ত্রাস ছেড়ে এড হুসেন এখন শান্তির সন্ধানে। জেহাদী হতে ইচ্ছুক বা অনিচ্ছুক সমস্ত মুসলমান ও ইসলামের কার্যকলাপ নিয়ে ধ্যান ধারণা পেতে বইটি অবশ্যই পাঠ্য।

আসাম রক্তাক্ত, সুরক্ষা বিভাগ দায়ী নয়

তপন কুমার ঘোষ

দিল্লী, মুম্বই, ব্যাঙ্গালোর, বারাণসী, হায়দ্রাবাদ, আজমীড়, রামপুর, জয়পুর, আমেদাবাদ, আগরতলা, গৌহাটি। ভারতবাসী বিস্ফোরণের এবং নিহত, আহতের হিসাব রাখতে ভুলে গিয়েছে। এই অক্টোবরের ৩০ তারিখে আসাম হল রক্তাক্ত। একসঙ্গে ১৩টি স্থানে বিস্ফোরণে ৮১ নিহত, ৩০০ আহত। মানুষ তো অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছে। আমাদের মরার অধিকার আছে। আর জেহাদীদের আছে মারার অধিকার। সরকার যা পারে করুক, আমাদের মরার অধিকার তো কেড়ে নিতে পারবে না। সংবিধান প্রদত্ত নাগরিকদের ৭টি মৌলিক অধিকারের মধ্যে এই অধিকারটি দিতে আমাদের সংবিধান প্রণেতারা ভুলে গিয়েছিলেন। জেহাদীরা আমাদেরকে সেই পবিত্র অধিকারটি দিয়েছে, এবং আমাদের সেই অধিকারকে রক্ষা করার দায়িত্বও তারা নিয়েছে। সেই দায়িত্ব তারা নিষ্ঠা সহকারে পালন করে চলেছে। এই ৩০শে অক্টোবর সেই দায়িত্ব তারা পালন করল আসামে, ৮১ জন নাগরিককে সেই মরার অধিকার পাইয়ে দিয়ে। এই জেহাদীরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাদের দায়িত্ব তারা পালন করেই যাবে। সুতরাং আমাদের এখন ইন্তেজার, এক ছোটা সা কমার্শিয়াল ব্রেক কে বাদ আগলা পর্ব কে লিয়ে।

প্রত্যেকটি বিস্ফোরণ, মৃত্যু ও ধ্বংসলীলার পর যথারীতি নেতাদের সেখানে ছুটে যাওয়া এবং বয়ানবাজিতে পরস্পরকে দোষারোপের পালা রুটিন করে চলছে। এবং তাতে সব পক্ষই একজনকে অবশ্যই দোষী সাব্যস্ত করে, তা হচ্ছে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগগুলির ব্যর্থতা। আর আমাদের ধুর পাবলিকও সেই তালে নাচে—পুলিশ কী করছে, গোয়েন্দারা কেন বিস্ফোরণের খবর আগে থেকে দিতে পারেনি, গোয়েন্দা বিভাগ ব্যর্থ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, সাধারণ মানুষের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের একবিন্দুও ব্যর্থতা নেই। এই জেহাদী বিস্ফোরণ আটকাতে না পারায় তাদের কোন দোষ নেই।

হ্যাঁ। আমি সচেতনভাবে ভেবেচিন্তেই পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তরকে এই বিস্ফোরণ আটকাতে ব্যর্থতার অভিযোগ থেকে রেহাই দিচ্ছি। তাদের অনেক দোষ আছে, কিন্তু এ বিষয়ে তাদের কোন দোষ নেই। তারা দায়ী নয়।

আপনারা অফিস টাইমে কখনো হাওড়া বা শিয়ালদা বা দমদম স্টেশনে গিয়ে ১৫ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছেন? কিভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ স্টেশন থেকে বেরোচ্ছে বা ঢুকছে? আর নিউ দিল্লী বা ওল্ড দিল্লী স্টেশনে, অথবা দাদার বা ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনে? আমাদের সিকিউরিটি এজেন্সিগুলি কতজনের উপর নজর রাখবে? ক'জনের জিনিস চেক্ করবে? ভারতবর্ষ দেশটা তো ১১৩ কোটির হয়ে গেল। আর সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে ৫৭টা দেশ মিলে মাত্র ৭২ কোটি। এই ১১৩ কোটি মানুষ প্লাস বিদেশ থেকে যত ট্যুরিস্ট, ব্যবসায়ী, ছাত্র ও অন্যান্যরা আসছে তাদের সকলের গতিবিধির উপর ক্লোজ সার্কিট টিভি ক্যামেরা দিয়ে কড়া নজর রেখে, প্রত্যেক বাড়ী, দোকান অফিসের সামনে মেটাল ডিটেক্টর বসিয়ে, প্রত্যেকের পিছনে গুপ্তচর লাগিয়ে, দেশের গোটা সীমানাকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলে আমরা কি দেশটাকে লোহার বাসরঘর বানাতে চাই? আমরা ভুলে যাই কেন যে লোহার বাসরঘর বানিয়েও লখিন্দর কালনাগিনীর ছোবল থেকে রেহাই পায় নি!

দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষার কি এটাই একমাত্র উপায় যে গোটা দেশটাকে সুরক্ষা নামক এক ইস্পাতের চাদরে মুড়ে ফেলা? আচ্ছা, আপনার বাড়ীর ক্ষেত্রে আপনি কী করেন? আপনার বাড়ীর চারদিকে প্রাচীর তো আছে! কিন্তু পাশের বাড়ী থেকে যদি আপনার বাড়ীতে ইঁট পড়তে লাগে, তাহলে আপনি কি ঐ প্রাচীরটা আরও উঁচু করে দেন? তারপরেও যদি পাশের বাড়ীর আরও উঁচু ছাদ থেকে আপনার বাড়ীতে ঢিল ছোঁড়ে, তখন কি আপনি আপনার বাড়ীর উপরে একটা মোটা লোহার চাদর দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেন? হুঁ হুঁ বাবা, আমি এমন পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করেছি যে তুমি যতই পাথর ছোঁড়, আমাদের বাড়ীর কারও মাথায় পড়বে না। আপনি যদি এরকম করেনও, অর্থাৎ গোটা বাড়ীটাকে লোহার চাদরে ঢেকে দেন, তাহলেই কি আপনার পরিবার সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হয়ে গেল? কোনো ফাঁকফোকর দিয়ে যদি সাপ বিছে ঢুকিয়ে দেয়, জলের পাইপ লাইনে ফুটো করে যদি বিষ মিশিয়ে দেয়? তখন কী করবেন? আচ্ছা, এগুলোও না হয় কোনভাবে আটকালেন। কিন্তু তারপর আপনার বাড়ীর ছোট্ট শিশুটি স্কুলে যাওয়ার জন্য যেই বাড়ীর গেট থেকে বাইরে রাস্তায় পা রাখল, অমনি যদি পাশের বাড়ীর লোকজন এসে ঐ শিশুটির গালে যদি দুটো চড় মারে অথবা হাত-পা ভেঙে দেয়, তখন আপনি ঐ লোহার চাদর দিয়ে এই ঘটনা কী করে আটকাবেন?

এইরকম পরিস্থিতিতে আপনার বাড়ীর বা পরিবারের নিরাপত্তা ঐ মোটা লোহার চাদরের উপর নির্ভর করবে না। এই অবস্থায় নিরাপত্তা আনার একমাত্র উপায় হচ্ছে আপনাকে পাশের বাড়ীতে গিয়ে গলার আওয়াজটা উঁচু করে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে কেন তারা এরকম করছে, এবং এর জবাবে তারা ট্যাঁ ফোঁ করলে আপনাকে হাত চালাতে হবে। অথবা থানায় গিয়ে ওদের নাম দিয়ে অভিযোগ দায়ের করতে হবে। অর্থাৎ আপনার ঐ বদমায়েশ প্রতিবেশীর সঙ্গে আপনাকে সরাসরি সংঘর্ষে যেতে হবে এবং একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। এটাই কি একমাত্র উপায় নয়?

তাহলে পুলিশ-গোয়েন্দা বিভাগের উপর দোষারোপ করে আমাদের দেশটাকে লোহার বাসরঘর করে তুলতে চাইছেন কেন? ভগবান তো আপনাদেরকে কচ্ছপ তৈরী করেননি যে বিপদ দেখলেই শক্ত খোলের মধ্যে ঢুকে পড়বেন। আর জানেন তো, দেশে আইন হয়েছে, কচ্ছপ মারা নিষেধ। কারণ কচ্ছপ প্রজাতিই লোপ পেতে চলেছে। অর্থাৎ যে প্রাণীর খোল বা চামড়া সব থেকে মোটা ও শক্ত, সেই প্রাণীই সব থেকে বিপন্ন ও অসুরক্ষিত। সুতরাং, কচ্ছপের খোল কচ্ছপকে বাঁচাতে পারেনি। বরং তার এই খোলের ভিতর ঢুকে পড়ার প্রবণতাই তাকে খতম

করে দিচ্ছে। ভারতবাসীর বর্তমান মানসিকতায় ভারতেরও ঐ একই হাল হবে।

ভারত সরকার বার বার পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকারকে লিস্ট ধরিয়ে দিচ্ছে যে তোমাদের মাটিতে ভারতবিরোধী জঙ্গীদের ১০০টা ও ১৯০টা ট্রেনিং ক্যাম্প চলছে। সেখান থেকে তারা প্রশিক্ষিত জেহাদী, হুজি, আলফা এদেশে পাঠাচ্ছে। তাদের হাতে এ কে-৪৭, আর ডি এক্স দিয়ে দিচ্ছে। ৫০০ টাকার জাল নোট দিয়ে দিচ্ছে। এসব আমরা জানি, বলছি। অথচ যেখান থেকে এই বদমায়েশীগুলো প্রকাশ্যে করা হচ্ছে, সেখানে গিয়ে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছি না। শুধু আমাদের দেশে মেটাল ডিটেক্টর, সি সি ক্যামেরা আর গন্ধ শোঁকা কুকুরের সংখ্যা বাড়াচ্ছি। দু'পাশের দুই দেশ থেকে ক্রমাগত আমাদের দেশে জঙ্গী বিষাক্ত সাপ ছাড়ছে, আর আমরা লোহার বাসরঘর বানানোর চেষ্টা করছি, তবু ওখানে গিয়ে তাদের গলা টিপে ধরছি না। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য আত্মরক্ষার জন্য ঐ বদমাসদের গলা টিপে ধরা কি কোন অন্যায় অনৈতিক অনুচিত কাজ হত? যদি এটা করতাম তাহলে বিশ্ব কি আমাদের দোষারোপ করত যে তোমরা অন্য দেশের ভিতরে গিয়ে কেন হস্তক্ষেপ করছ? তাহলে আমেরিকা ইরাকে কী করল, আফগানিস্তানে কী করল? ইরাক ও আফগানিস্তান তো আমেরিকা থেকে কত দূরে! অনেক সাগর, মহাসাগর, পাহাড়, পর্বত পেরিয়ে আসতে হয়। তবু তারা এসেছে, এসে ঐ দেশদুটোর উপর কার্পেট বম্বিং করেছে। কারণ তারা জানে যে এই দেশ দুটোতে জেহাদী তৈরীর ফ্যাক্টরী চলছিল। আর ঐ ফ্যাক্টরীর প্রোডাক্টের জন্য তাদের নাগরিকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছিল। তাদের দেশে মাত্র একবার জেহাদী জঙ্গী হামলা হয়েছে, ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর। তাদের কাছে সেটাই যথেষ্ট ঐ দেশদুটোর উপর কার্পেট বম্বিং করে তাদের অর্ধেক লোককে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য। আজও আমেরিকা ও তার মিত্রদের সেনাবাহিনী ঐ দেশ দুটোর উপর চেপে বসে আছে।

আর আমাদের ভারত? কমপক্ষে ৫০০ জেহাদী জঙ্গী বিস্ফোরণ, দেড় লক্ষ লোকের প্রাণ যাওয়া, হাজার হাজার সৈন্যের প্রাণ যাওয়া, বাজার মন্দির তো তুচ্ছ, পার্লামেন্টে পর্যন্ত হামলা, তবু আমরা পাকিস্তান বাংলাদেশের ভিতরে, যেখানে ঐ সাপ তৈরীর ফার্মহাউস চলছে, সেখানে গিয়ে হস্তক্ষেপ করব না, পাছে লোকে কিছু বলে। এ দেশের শরীরে গান্ধীবিষ ঢুকে গিয়েছে। জানি না সেই বিষ মুক্ত হতে আর কতদিন সময় লাগবে।

আর শুধু ওখানেই নয়। এ দেশের ভিতরেও ঐ সাপগুলোকে কারা আশ্রয় দিচ্ছে, প্রশ্রয় দিচ্ছে, সাহায্য করছে, সবাই সব জানে। তবু সেখানে কোন কিছু করা যাবে না, কারণ এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা করাই সব থেকে পবিত্র। তাই দেশের মানুষের প্রাণ যাক, ধর্মস্থানের মান যাক, মা-বোনের ইজ্জত যাক, সব চলবে। তবু ধর্মনিরপেক্ষতা যেন না যায়। এটা নেহেরুবিষ। এই দুই বিষ, অর্থাৎ গান্ধীবিষ আর নেহেরুবিষ, ভারতরাষ্ট্রকে পঙ্গু করে ফেলেছে। এই পঙ্গু রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জান-মান রক্ষা করতে ব্যর্থ। শুধু ব্যর্থই নয়, এই পঙ্গু রাষ্ট্র ঐসব রাষ্ট্রদ্রোহীদের তোষণ করে, দুধ-কলা যোগান দেয়। এই রাষ্ট্র হিন্দু মন্দিরের পয়সা কেড়ে নিয়ে ইমামদেরকে জেহাদী তৈরীর করার জন্য মাইনে দেয়, তীর্থস্থানে ট্যাক্স বসিয়ে হজের জন্য ২১০ কোটি টাকা ভর্তুকি দেয় প্রতি বছর। এই রাষ্ট্র মাসুদ আজহারকে কাশ্মীরের জেল থেকে বের করে এনে বিরিয়ানী খাইয়ে কান্দাহারে ছেড়ে দিয়ে আসে, কোয়েম্বাটুরের মাদানিকে জেলের ভিতরে তেলে জলে রাখে, মহম্মদ আফজল গুরুকে ফাঁসীর দড়ি থেকে সরিয়ে আনে। সুতরাং ঐ জঙ্গী জেহাদীরা বার্তা পেয়ে যায় যে এদেশটা তাদের শ্বশুরবাড়ী। এখানে তাদের জন্য সব কিছুই অ্যালাও। সুতরাং তারা তাদের জেহাদের পবিত্র কর্তব্য পালন করে ভারতটাকে দার্-উল-ইসলামে পরিণত করার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। আর আমরা কচ্ছপের খোল খুঁজি, আর পুলিশ প্রশাসনকে দোষারোপ করি।

না, তাদের বিন্দুমাত্র দোষ নেই। এ দোষ আমাদের সার্বিক রাষ্ট্রীয় কাপুরুষতার, এ দোষ আমাদের রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণের, এ দোষ আমাদের সেক্যুলারিজমের, এ দোষ গান্ধীবিষ ও নেহেরুবিষের। নিরাপত্তাকর্মীদের নয়।

ফোন নং ঃ— মো ঃ ৯৯৩২৫ ৬৬৪৯৬, বাড়ী ঃ ৯৮০০৪ ৩১৩৩৮

গোপাল গিরিধারী কীর্তন সম্প্রদায়

কীর্তন সুধাকণ্ঠী - **প্রতিমা মণ্ডল**

দল পরিচালক - **অনুপম মণ্ডল**

গ্রাম ও পোষ্ট - পাকুড়তলা, থানা - রায়দিঘী, জেলা - দঃ ২৪ পরগণা

পথনির্দেশ - ডায়মণ্ডহারবার থেকে এম-১০ রায়দিঘীগামী বাসে করিয়া কাশীনগর স্টপেজ অথবা শিয়ালদহ থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর ট্রেনে মথুরাপুর স্টেশন হইতে কাশীনগর স্টপেজ থেকে ভ্যানযোগে পাকুড়তলা গ্রাম।

প্রধানমন্ত্রী ও মৌলবী সাহেব

মৌলবী সাহেব খুবই খারাপ মুড নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, "এ আমরা মেনে নেবো না।"

প্রধানমন্ত্রীর প্রাণ যেন গলায় এসে আটকে গেল। তিনি নিজের আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে মৌলবী সাহেবের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। মনে হল যে মৌলবী সাহেবের দু পা জড়িয়ে ধরে বোধহয় নিজের মাথাটাই তাঁর পায়ের উপরে ঠুকতে লাগবেন। তিনি বলে উঠলেন, "ভাই সাহেব রাগ করবেন না। আমার তো এমনিতেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে।"

"রাগ করব না?" মৌলবী সাহেবের মেজাজ যেন আরও খারাপ হয়ে গেল, "আপনারা আমাদের জন্য কিছুই করতে চান না, অথচ আমাদের শুভাকাঙ্খী হতে চান।"

"করছি তো!" প্রধানমন্ত্রী কেঁদে ফেললেন, "আপনাদের জন্য যা আরব ও তুর্কীরা করেনি, যা পাঠান আর মোগলরাও করেনি, তা আমি আপনাদের জন্য করছি। এমনকি আমি যা করেছি তা ঔরঙ্গজেবও করতে সাহস করে নি।"

প্রধানমন্ত্রী মৌলবী সাহেবের হাত দুটো ধরে তাকে তাঁর চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

"আজব কথা বলছেন আপনি", মৌলবী সাহেব চিৎকার করে বললেন, "কী করেছেন আপনারা আমাদের জন্য? আমরা দিন কে দিন এত পিছিয়ে পড়ছি!"

প্রধানমন্ত্রী ঘাড় ঘুরিয়ে খুব সাবধানে চারদিক দেখে নিলেন আশপাশে কোথাও তাঁর অফিসের বেয়ারা বা কেরানী অথবা কোন কমিউনাল ব্যক্তি তো নেই! কেউ ছিল না। কেউ শুনতে পাবে না। মনে হচ্ছিল এর পর তিনি দেওয়াল ঠুকে ঠুকে দেখবেন যে কোথাও কোন গুপ্ত ক্যামেরা বা মেশিন বসানো আছে কিনা। কিন্তু উনি তা করলেন না। ওনার মনে হল যে ওসব তো সাম্প্রদায়িক লোকেদের জন্য করা হয়। আর উনি রাষ্ট্রদ্রোহী হতে পারেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক তো মোটেই নন।

চারদিক দেখে নিয়ে তারপর বললেন, "করিনি! লাখ লাখ ছাত্র স্টাইপেন্ড ঘোষণা করে দিয়েছি, কোটি কোটি টাকার মাল। আর কি চান? আপনাদের একজনও বাচ্চা বিনা সাইপেন্ডে থাকবে না, সে পড়ুক বা না পড়ুক।"

"খুব করেছেন", মৌলবী সাহেবের মেজাজ ঠান্ডা হওয়ার নাম নেই। "এখানে কোটি কোটি মুসলমান আছে। এক এক জনের ভাগে একটা করেও পড়ে নি। আর আপনি তো ওর সঙ্গে সংখ্যালঘু লেবেলও লাগিয়ে দিয়েছেন। তাহলে মুসলমানের জন্য কী হল?"

"ভাই সাহেব, একটু তো বোঝার চেষ্টা করুন।" প্রধানমন্ত্রীর স্বর কাঁদো কাঁদো, "এসব শুধু মুসলমানের জন্যই। কিন্তু আমাকে সেকুলার তো সেজে থাকতে হবে, সেইজন্যই সংখ্যালঘু লেবেলটা লাগাতে হয়েছে।"

"ঐ লেবেলের জন্যই তো মুসলমান ছাড়া অন্যরাও দাবীদার হয়ে যায়। আর টাকাগুলো সব নিয়ে চলে যায়। আর আপনি বলছেন যে সব কিছু শুধু আমরাই পাবো, বাচ্চা পড়ুক আর না পড়ুক?"

"আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আপনাকে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে এই উপহার কেবল মুসলমানদেরকেই দেওয়া হবে, কিন্তু আমাদের ভোটের কথাটা খেয়াল রাখবেন, কথা দিন।"

"ঠিক নিজের স্বার্থের কথায় এসে গিয়েছেন।" মৌলবী সাহেবের গলার স্বরের সঙ্গে মুখটাও থমথমে হয়ে উঠলো, "দেওয়া থোয়ার নাম নেই আর ভোটের প্রতিশ্রুতি এখন থেকেই দিতে হবে। আগে নিজেদের প্রতিশ্রুতি পালন করুন।"

"করছি তো", প্রধানমন্ত্রী কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন, "আপনাদের জন্য আলাদা আয়োগ বসিয়ে দিয়েছি, মন্ত্রীসভায় আলাদা দপ্তর বানিয়ে দিয়েছি, সংবিধানের উপরে শরীয়তকে বসিয়েছি, মুফতে হজ করাচ্ছি, মাদ্রাসা খুলছি, ইমামদের মাইনে দিচ্ছি, ছাত্রদের বৃত্তি দিচ্ছি, লোন দিচ্ছি যা কোনদিন শুধতে হবে না, চাকরি দিচ্ছি। আর কী চান? এর পর কি আমার রক্ত পান করবেন?"

মৌলবী সাহেব ধমক দিয়ে উঠলেন, "মুখ সামলে! বাড়ী, দোকান, মসজিদ, মাদ্রাসা সবকিছু চাই, আর মেয়েদের জন্য স্টাইপেন্ড?"

"মেয়েরা তো পড়াশুনা করে না।"

"পড়ে, পড়ে। বাড়ীতে পড়ে। নিজের ভাইদের কাছেই পড়ে নেয়।"

"মাইনে তো দিতে হয় না।"

"কেন দিতে হবে না? যে ভাই পড়াবে সে মাইনে নেবে না?"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওটাও করে দেবো। বাপ আমার, আর কী চাই বলুন," প্রধানমন্ত্রী হাত জোড় করে বললেন।

"পাকিস্তানেও তো মুসলমান আছে। তাদের স্টাইপেন্ডের কী হবে?"

"ওদেরকে পাকিস্তান সরকার দেবে।" প্রধানমন্ত্রী একটু সাহস দেখালেন, "ওদের দায়ও কি আমাদের?"

"বেশ, তাহলে আমরা ভোটটাও পাকিস্তান সরকারকেই দেবো।" মৌলবী সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা পড়ে নিলেন। যাওয়ার জন্য তৈরী।

"আরে, আরে! বসুন তো।" প্রধানমন্ত্রী তাঁর হাতদুটো ধরে আঁখি ছলছল করে বললেন, "এরকম করে আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন না। আমি প্রত্যেক পাকিস্তানী মুসলমানকেও স্টাইপেন্ড দেবো, তা দিয়ে ওরা এ. কে. ৪৭ কিনুক আর যাই করুক। আপনি চান তো আমরা বাংলাদেশ আর মালয়েশিয়ার মুসলমানদেরকেও স্টাইপেন্ড দেব! কিন্তু আপনাদের ভোট আমাদের দিতেই হবে। না হলে ম্যাডাম....." প্রধানমন্ত্রীর গলার স্বর বুজে এল, আর চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলো।

[সৌজন্য ঃ মাসিক রাষ্ট্রধর্ম, মার্চ ২০০৮]

২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা এবং ৬ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের জনসংখ্যা ঃ শতাংশে

জেলা	ধর্ম	মোট জনসংখ্যার শতাংশ	শিশুদের (০-৬ বৎসর) সংখ্যার শতাংশ
দার্জিলিং	হিন্দু	৭৬.৯২	৭৬.১৯
	মুসলিম	৫.৩১	৮.২৬
জলপাইগুড়ি	হিন্দু	৮৩.৩০	৮০.৪৫
	মুসলিম	১০.৮৫	১৩.৮১
কুচবিহার	হিন্দু	৭৫.৫০	৬৯.৮২
	মুসলিম	২৪.২৪	২৯.৯৮
উত্তর দিনাজপুর	হিন্দু	৫১.৭২	৪৩.১৯
	মুসলিম	৪৭.৩৬	৫৫.৯৩
দক্ষিণ দিনাজপুর	হিন্দু	৭৪.০১	৬৯.৪০
	মুসলিম	২৪.০২	২৮.৩৫
মালদহ	হিন্দু	৪৯.২৮	৪৩.০১
	মুসলিম	৪৯.৭২	৫৬.০৮
মুর্শিদাবাদ	হিন্দু	৩৫.৯২	২৯.৩৫
	মুসলিম	৬৩.৬৭	৭০.২৭
বীরভূম	হিন্দু	৬৪.৪৯	৫৮.৪২
	মুসলিম	৩৫.০৮	৪১.১৫
বর্ধমান	হিন্দু	৭৮.৮৯	৭৫.০৩
	মুসলিম	১৯.৭৮	২৩.৬২
নদীয়া	হিন্দু	ততততত	৬৬.৭১
	মুসলিম	২৫.৪১	৩২.৫৫
উত্তর ২৪ পরগণা	হিন্দু	৭৫.২৩	৬৫.৫২
	মুসলিম	২৪.২২	৩৪.০১
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	হিন্দু	৬৫.৮৬	৫৫.৪১
	মুসলিম	৩৩.২৪	৪৩.৮৫
হুগলী	হিন্দু	৮৩.৬৩	৭৮.৯৪
	মুসলিম	১৫.১৪	১৯.৫৩
বাঁকুড়া	হিন্দু	৮৪.৩৫	৮১.৮০
	মুসলিম	৭.৫১	১০.০৯
পুরুলিয়া	হিন্দু	৮৩.৪২	৮১.৬২
	মুসলিম	৭.১২	৯.২৬
মেদিনীপুর	হিন্দু	৮৫.৫৮	৮১.৩৬
	মুসলিম	১১.৩৩	১৫.৩৬
হাওড়া	হিন্দু	৭৪.৯৮	৬৪.৮১
	মুসলিম	২৪.৪৪	৩৪.৬৮
কলকাতা	হিন্দু	৭৭.৬৮	৭০.২৪
	মুসলিম	২০.২৭	২৭.৮১
সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ	**হিন্দু**	**৭২.৪৭**	**৬৪.৬১**
	মুসলিম	**২৫.২৫**	**৩৩.১৭**

সূত্র ঃ ভারত সরকার প্রকাশিত 'সেন্সাস রিপোর্ট-২০০১'

প্রথম পাতার শেষাংশ

আমাদের কথা

বিশাল পরিসরের একাংশে এই নতুন মন্দিরটি স্থাপন করা গেছে। নির্মাণকার্যে ও অন্য অনেক বিষয়ে বহু প্রতিকূলতা এখনও বিদ্যমান। আর একটি ছোট্ট তথ্য যোগ করা যাক। এ বছর বাংলাদেশ বাইশ হাজার দুর্গাপূজা হয়েছে। ঢাকা শহরে হয়েছে ১৬৬টি পূজা। ঢাকার অভিজাত পাড়া বনানীতে এবছরই প্রথম সার্বজনীন দুর্গাপূজা হল বেশ বড় আকারে।

এবার একটু এপারের দিকে তাকানো যাক। পশ্চিমবঙ্গে এবার দুর্গাপূজায় বড় রকমের গণ্ডগোল হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের দিওড়ে এবং মেদিনীপুরের কোলাঘাটে। এছাড়া আরও বহু স্থানে মুসলমান দুষ্কৃতকারীরা দুর্গাপূজায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। কালীপূজাতেও একই ধারা বজায় ছিল। হাওড়ার উলুবেড়িয়াতে মুসলিমরা কালীঠাকুরের বিসর্জনের শোভাযাত্রায় বাধা সৃষ্টি করেছে। এই উলুবেড়িয়াতেই গত ১৯ অক্টোবর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শিবির থেকে ফেরৎ যাওয়ার সময় পূজা ঘোষকে শ্লীলতাহানি ও মারধোর করা হয়েছে।

এই পত্রিকার 'আমাদের কথা' এই কলমের এইসব লেখায় অনেকে অবাক হবেন, অনেকে অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু, আমরা যারা এইসব নিয়ে আছি, প্রতিনিয়ত এইসব ঘটনার সঙ্গে যুঝতে হচ্ছে, তারা জানি বাস্তব অবস্থাটা কী! আজ হিন্দুর উপর উপর অত্যাচার ইসলামিক বাংলাদেশের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গে কম হচ্ছে, এ কথা বোধহয় আর জোর দিয়ে বলা যাবে না।

চিন্তাশীল মানুষের মনের সঙ্গী চিন্তাবিদ
"শিবপ্রসাদ রায়ের"
অসাধারণ রচনাবলীর নতুন সংস্করণ।
অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।
প্রাপ্তিস্থান
প্রকাশক ঃ তপন কুমার ঘোষ
তুহিন প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩
ফোনঃ২৩৬০-৪৩০৬, মোঃ৯৮৩০৫৩২৮৫৮
সব বুক স্টলকে আকর্ষণীয় হারে কমিশন দেওয়া হয়।

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে
ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ইন্টারনেট ঃ http:\\ hindusamhati.blogspot.com, ই-মেল ঃ prokash.das@rediffamil.com